بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৬ই আগস্ট, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় গযওয়ায়ে বনু মুস্তালিকের যুদ্ধাভিযান পরবর্তী আরো কিছু ঘটনা, বিশেষত ইফ্কের ঘটনা উপস্থাপন করেন। পরিশেষে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের আহমদী এবং ফিলিস্তিন ও সমগ্র মুসলিম উম্মতের জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, বিগত কয়েক খুতবায় বনু মুস্তালিকের যুদ্ধাভিযান সম্পর্কে উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে আরো লিপিবদ্ধ আছে, ফেরতযাত্রার সময় মহানবী (সা.) **নাকী'** নামক স্থানে পৌঁছে দেখেন সেখানে অনেকগুলো জলাধার রয়েছে। সাহাবীরা বলেন, গ্রীস্মকালে এগুলোর পানির স্তর নিচে নেমে যায়। তখন মহানবী (সা.) **হাতেব বিন আবী বালতা (রা.)**-কে সে স্থানে কূপ খনন এবং জলাশয়গুলোকে চারণভূমি বানানোর নির্দেশ প্রদান করেন এবং **বেলাল বিন হারেস (রা.)**-কে এ কাজের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। জিজ্ঞেস করা হয়, কত দূর পর্যন্ত এর সীমানা নির্ধারণ করা হবে? মহানবী (সা.) বলেন, একজন দরাজ কণ্ঠের অধিকারীকে পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড় করিয়ে আযান দিতে বলো। তার আযানের ধ্বনি যতদূর যাবে ততদূর পর্যন্ত (ভূখণ্ড) মুসলমানদের যুদ্ধের উট এবং ঘোড়া চরানোর জন্য চারণভূমি হিসেবে নির্ধারণ করো। এছাড়া তিনি (সা.) অসহায় নারী-পুরুষ এবং দরিদ্রদের গবাদিপশুও এখানে চরানোর অনুমতি দেন। এ চারণভূমি হযরত আবু বকর, উমর এবং উসমান (রা.)-এর যুগ পর্যন্ত উন্মুক্ত ছিল। এরপর উট ও ঘোড়ার সংখ্যা অনেক বেড়ে যাওয়ার কারণে স্থান পরিবর্তন করা হয়।

সাহাবীদেরকে সতর্ক ও উদ্দীপ্ত রাখতে মহানবী (সা.) বিভিন্ন কসরতের ব্যবস্থা করতেন এবং তাদের মাঝে খেলাধুলার এমন অনেক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতেন যেগুলোর মাধ্যমে তারা নিজেদের সাহস, শক্তিমত্তা ও রণকৌশলে উন্নতি করতে পারতেন। এ সফরে মহানবী (সা.) **নাকী'**র বিস্তৃত মাঠে সাহাবীদের ঘোড়া এবং উটগুলোর মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছেন। এ প্রতিযোগিতায় ঘোড়ার মধ্য থেকে তাঁর ঘোড়া **যারীব** এবং উটনীর মাঝ থেকে তাঁর উটনী **কাসওয়া** প্রথম স্থান অধিকার করেছিল।

এ সময় **মহানবী (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছিলেন।** মহানবী (সা.) দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হন আর বলেন, এটি আগের বারের প্রতিশোধ যেবার তুমি আমার বিপক্ষে বিজয়ী হয়েছিলে। বিভিন্ন বর্ণনানুযায়ী মহানবী (সা.) এখানে সেই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যখন তিনি (সা.) আবু বকর (রা.)-এর বাড়িতে অবস্থান করছিলেন আর হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাতে থাকা একটি জিনিস দেখতে চেয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তা দিতে অস্বীকার করেন এবং ছুটে পালাতে থাকেন। মহানবী (সা.)ও তাকে ধরার জন্য দৌড়ান, কিন্তু ধরতে পারেন নি আর এভাবে হযরত আয়েশা (রা.) জয়ী হন। এছাড়া আরেকটি ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রা.) যখন হালকা-পাতলা গড়নের ছিলেন তখন এক সফরে তিনি দৌড় প্রতিযোগিতায় মহানবী (সা.)-এর বিপক্ষে জয়ী

হয়েছিলেন। তবে বনু মুস্তালিকের সফরে তিনি কিছুটা স্থূলাকৃতির হয়ে গিয়েছিলেন তাই এবার তিনি হেরে যান।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ ঘটনার বরাতে বলেন, মহানবী (সা.) সৈন্যদের সামনে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেন। যা থেকে বুঝা যায়, তিনি (সা.) তার সহধর্মিনীদের সাথে চলাফেরা করাকে লজ্জাকর মনে করতেন না। বর্তমান যুগে এখনো এমন অনেকে আছেন যারা নিজেদের স্ত্রীকে সাথে নিয়ে পথ চলতে লজ্জাবোধ করেন, বরং তাদেরকে পেছনে রেখে আগে আগে হাটেন। অতএব মহানবী (সা.) এ বিষয়েও আমাদের জন্য দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন আর আমাদের জন্য এটি এক অনুকরণীয় আদর্শ।

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, এই সফরে **ইফ্কের দুঃখজনক ঘটনা**ও ঘটেছে। এর বিস্তারিত বিবরণ হলো, বনু মুস্তালিক থেকে ফেরত আসার পথে মুনাফিকরা হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর ওপর চরম মিথ্যা একটি অপবাদ দিয়েছিল। মহানবী (সা.) এ যুদ্ধাভিযানে তাঁর সহধর্মিনীদের মাঝে লটারীর মাধ্যমে হযরত আয়েশা (রা.)-কে সহযাত্রী হিসেবে নিয়ে গিয়েছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) একটি হাওদায় বসে থাকতেন আর সাহাবীরা সেটিকে উটের ওপর তুলে নিয়ে আসতেন আর কোথাও যাত্রাবিরতি দিলে সেখানে হাওদা নামিয়ে দিতেন। মদীনার কাছাকাছি একটি স্থানে যাত্রাবিরতির সময় হযরত আয়েশা (রা.) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য কিছুটা দূরে যান। এরপর তিনি (রা.) যখন হাওদার কাছে ফিরে আসেন তখন বুঝতে পারেন, তার গলার হারটি কোথাও পড়ে গেছে। তিনি সেটি খুঁজতে যান আর এদিকে সাহাবীরা হযরত আয়েশা (রা.)-এর হাওদাটিকে উটের পিঠে তুলে নিয়ে যাত্রা শুরু করেন। হযরত আয়েশা (রা.) হারটি খুঁজে পেয়ে যখন ফিরে আসেন তখন দেখেন, সেখানে কেউ নেই। এরপর তিনি সেখানেই বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন।

সাফওয়ান বিন মুআত্তাল (রা.)-এর দায়িত্ব ছিল কাফেলা স্থান ত্যাগ করে চলে আসার পর পেছনে কোনো কিছু ভুলবশত পড়ে থাকলে তা সংগ্রহ করে নিয়ে আসা। এ উদ্দেশ্যে হাটতে হাটতে তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছে পৌঁছান এবং তাকে দেখে চিনে ফেলে ইন্না লিল্লাহ্ পড়েন। পর্দার আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাকে দেখেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) তার আওয়াজ শুনে জাগ্রত হন এবং চাদর দ্বারা নিজেকে পর্দাবৃত করেন আর এরপর তার উটনীতে আরোহণ করে দ্বিপ্রহরের সময় মহানবী (সা.)-এর কাছে পৌঁছান। এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মুনাফিকদের নেতা **আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিল সলূল** হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে অপবাদ রটনা করে। তার সাথে **হাসসান বিন সাবেত, মিসতা বিন আসাসা এবং হামনা বিনতে জাহাশ**ও অপবাদ রটনায় অংশ নেয়। হযরত আয়েশা (রা.) মদীনায় পৌঁছেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন আর সে সময় তিনি এ অপবাদ সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। কিন্তু তিনি মহানবী (সা.)-এর ব্যবহারে কিছুটা ভিন্নতা উপলব্ধি করেন, কেননা তিনি (সা.) তখন শুধু তার পাশে বসতেন আর সালাম করেই চলে যেতেন। এছাড়া কোনো ধরনের সহমর্মিতা বা ভালোবাসা প্রকাশ করতেন না।

একদিন **উম্মে মিসতা**র সাথে (প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে) বাইরে গিয়ে হযরত আয়েশা (রা.) মুনাফিকদের অপবাদ আরোপের বিষয়ে জানতে পারেন। ঘরে ফিরে এসে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে মহানবী

(সা.)-এর অনুমতি নিয়ে স্বীয় পিত্রালয়ে চলে যান। তার পিতামাতা তাকে সান্ত্বনা দেন এবং ধৈর্য ধারন করতে বলেন। এ সময় মহানবী (সা.) হযরত আলী ও হযরত উসামা বিন যায়েদ (রা.)-কে ডেকে হযরত আয়েশা (রা.) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। হযরত উসামা (রা.) বলেন, **তিনি আপনার সহধর্মিনী আর আমরা তার সম্পর্কে ভালো বৈ আর কিছুই জানি না।** হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-কে হযরত আয়েশা (রা.)-এর সেবিকাকে জিজ্ঞেস করার পরামর্শ দেন। তার সেবিকা বলে, **খোদার কসম! আমি তার মাঝে কখনো এমন কিছু দেখি নি যা আমার কাছে দোষ বলে মনে হয়েছে কেবল এটি ছাড়া যে, সে রুটির খামির মাখাতে মাখাতে ঘুমিয়ে পড়তেন আর ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলত।**

অতঃপর মহানবী (সা.) মিম্বরে দাঁড়িয়ে সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বলেন, **হে মুসলিম সম্প্রদায়, যে আমার স্ত্রীর ব্যাপারে অপবাদ রটিয়ে আমাকে কষ্ট দিয়েছে তার কাছ থেকে আমাকে কে রক্ষা করবে? আল্লাহর কসম! আমি আমার স্ত্রী সম্পর্কে ভালো ছাড়া আর কিছুই জানি না।** এরপর অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের দাবিতে অওস ও খাযরাজ গোত্র দুটির মধ্যে লড়াই শুরু হওয়ার উপক্রম হয়, কিন্তু মহানবী (সা.) তাদেরকে থামান এবং সেখান থেকে চলে যান। এদিকে হযরত আয়েশা (রা.) অনেক কষ্ট পাচ্ছিলেন আর রাতদিন কান্নাকাটি করছিলেন।

মহানবী (সা.) একদিন তার বাড়িতে গিয়ে বলেন, **হে আয়েশা! আমি তোমার সম্পর্কে এ কথা শুনেছি। যদি তুমি নিষ্পাপ হও তাহলে আমি আশা করি খোদা তা'লা দ্রুত তোমাকে মুক্তি দিবেন আর যদি তুমি কোনো ভুল করে থাকো তাহলে খোদা তা'লার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো।** হযরত আয়েশা (রা.) পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও মাতাকে এর জবাব দিতে বলেন, কিন্তু তারা বুঝতে পারছিলেন না কি জবাব দিবেন। তখন তিনি নিজেই বলেন, **আমি জানি আপনারা যে অপবাদের ঘটনা শুনেছেন তা বিশ্বাস করেছেন এবং বিষয়টি আপনাদের মনে সুদৃঢ় হয়ে আছে। এখন যদি আমি বলি, এথেকে আমি পবিত্র এবং নিষ্কলুষ তাহলে আপনারা আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর যদি আমি এ অপরাধের কথা স্বীকার করে নেই যা সম্পর্কে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত যে, আমি এথেকে পবিত্র তাহলে আপনারা তা বিশ্বাস করবেন। আল্লাহর কসম! এর জন্য নবী ইউসুফ (আ.)-এর পিতার উদাহরণ ব্যতীত আমি কোনো দৃষ্টান্ত খুঁজে পাচ্ছি না। তিনি বলেছিলেন, "সুতরাং পূর্ণ ধৈর্য ধারণই শ্রেয়, তোমরা যা বলছ সে বিষয়ে আল্লাহ্ই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল"।** ঠিক সে সময় আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর প্রতি সূরা নূরের ১২-২১নং আয়াত অবতীর্ণ করেন। এরপর তিনি (সা.) হাসিমুখে বলেন, **হে আয়েশা! খোদা তা'লা তোমার নিষ্কলুষতা প্রকাশ করেছেন।** এভাবে হযরত আয়েশা (রা.) মুনাফিকদের অপবাদ থেকে মুক্তি লাভ করেন। হযরত আয়েশা (রা.) ভেবেছিলেন, এ সম্পর্কে আল্লাহ্ হয়ত মহানবী (সা.)-কে বড়োজোর স্বপ্নে কিছু জানাবেন কিন্তু দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ্ এ বিষয়ে ওহী অবতীর্ণ করবেন তা তিনি আদৌ ভাবেন নি।

খুতবার শেষাংশে হুযূর (আই.) দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা দ্রুত তাদের পরিস্থিতির উন্নতি করুন। পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। ফিলিস্তিনের নির্যাতিত ও নিপীড়িত মুসলমানদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতিও কৃপা করুন। মুসলমান দেশগুলোর জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিবেকবুদ্ধি দিন যেন তারা অত্যাচারী না হয়। তাদের অত্যাচারের কারণে শত্রুরাও সাহস পায়

আর মুসলমানদের ওপর অত্যাচার চালায়। কেননা তারা জানে যে, এরা নিজেরাই নিজেদের অধিকার প্রদান করে না, অতএব কীভাবে তারা আমাদের কাছ থেকে অধিকার চাইবে। আল্লাহ্ তা'লা মুসলিম উম্মার প্রতি কৃপা করুন, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)